বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

বিধিসমূহ	শ্রম বিধিমালা-২০১৫	নতুন সংশোধনী -২০২২	
১১। জামানত, জামানত তহবিল পরিচালনা বোর্ড, বিনিয়োগ, শ্রমিকের আইনানুগ পাওনা পরিশোধ, ইত্যাদি	(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন কর্মকর্তা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি।	ছ) বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশনের ১ (এক) জন প্রতিনিধি ; জ) ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (এনসিসিডাব্লিউই) এর ১(এক) জন প্রতিনিধি ; এবং ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন কর্মকর্তা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি।	দফা প্রতিস্থাপিত
১৬। নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত শ্রমিক বা কর্মীর মজুরির মানদণ্ড ও প্রাপ্য সুবিধাদি	২) কোন ঠিকাদার সংস্থা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোন কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তি করে সেই ক্ষেত্রে উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীদের ক্ষেত্রে মজুরি, কর্মঘন্টা, বিশ্রাম, অধিকাল ভাতা, ছুটি, বিষয়ে আইনের বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।	তবে শর্ত থাকে যে, কোন ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে সরবরাহকৃত কোন শ্রমিকের মজুরি একই ধরনের কোন স্থায়ী পদে নিয়োজিত শ্রমিক বা কর্মীদেও জন্য নির্ধারিত মজুরির কম মজুরি প্রদান করিবে না এবং তাহার মূল মজুরি ধার্যকৃত মজুরির ৫০% এর কম হইবে না।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
১৭। কর্মীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা তহবিল	১) প্রত্যেক ঠিকাদার সংস্থাকে লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে উক্ত সংস্থার নামসম্বলিত ‘কর্মী সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল’ নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব শুরু করিতে হইবে। ২) ব্যাংক হিসাবে ঠিকাদার সংস্থায় নিয়োগকৃত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত প্রত্যেক কর্মীর বিপরীতে কর্মীর প্রতি সম্পূর্ণ বৎসরের চাকরির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য এক মাসের মূল মজুরির সমপরিমাণ অর্থ অথবা ধারা ২(১০) অনুসারে গ্রাচুইটি (যদি প্রযোজ্য হয়) হিসাবে জমা রাখিতে হইবে; যাহা শুধুমাত্র কর্মীর চাকরি যে কোন ধরনের অবসানে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বা গ্রাচুইটির অর্থ পরিশোধের অংশ হিসাবে কর্মীকে সরাসরি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।	১) প্রত্যেক ঠিকাদার সংস্থাকে লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে উক্ত সংস্থার নাম সম্বলিত ‘কর্মী সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল’ নামে যে কোন ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব শুরু করিতে হইবে এবং ব্যাংক হিসাব খুলিবার পর লাইসেন্স গ্রহনের জন্য সকল কর্মীর এক মাসের মূল মজুরির সমপরিমান অর্থ উক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং পরবর্তী বৎসর হইতে পুরাতন কর্মীর জন্য মূল মজুরির ১৫% এবং নতুন কর্মীর জন্য এক মাসের মূল মজুরির সমপরিমান অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে এবং যে সব ঠিকাদার সংস্থায় পূর্ব হইতে গ্র্যাচুইটি স্কিম বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা তহবিল গঠনের প্রয়োজন হইবে না। ২) কর্মীর চাকরির যে কোন ধরনের অবসানে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরন বা গ্র্যাচুইটি অর্থ সর্ম্পূন বা অংশ বিশেষ চেকের মাধ্যমে সরাসরি পরিশোধ করিতে হইবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
১৮। শ্রমিকগণের শ্রেণি বিভাগ	প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানের জন্য চাকরি বিধিমালার সহিত সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) প্রণয়ন করিবে এবং উহা	১.প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানের জন্য চাকরি বিধিমালার সহিত সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) প্রণয়ন করিবে এবং	বিধি প্রতিস্থাপিত

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

	মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উক্ত সাংগঠনিক কাঠামোতে শ্রমিকের শ্রেণি, সংখ্যা ও প্রকৃতি উল্লেখ করিতে হইবে।	উহা মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উক্ত সাংগঠনিক কাঠামোতে শ্রমিকের শ্রেণি, সংখ্যা ও প্রকৃতি উল্লেখ করিতে হইবে। ২. এই বিধির উদ্দেশ্য পূরনকল্পে শ্রমিকের শ্রেনী নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে কোন কাজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ বা স্থায়ী কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে যাহা প্রতিষ্ঠানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ১৮০ দিনের অধিক চলমান থাকে।	
১৯। নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং গোপনীয়তা রক্ষাকরণ।	(৫) প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ফরম-৬ অনুযায়ী মালিকের খরচে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন।	৫. প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ফরম-৬ অনুযায়ী মালিকের খরচে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন এবং উক্ত পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র বাংলায় প্রদান করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে উক্ত পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র ইংরেজিতে প্রদান করা যাইবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
২৩। শ্রমিক রেজিস্টার	(৩) যদি কোন প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফরমে শ্রমিক রেজিস্টার সংরক্ষণ করে তাহা হইলে উহার মুদ্রিত কপি শ্রমিক রেজিস্টার বলিয়া গণ্য হইবে।	৩. যদি কোন প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফরমে শ্রমিক রেজিন্টার সংরক্ষন করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান উহার কপি মহাপরিদর্শক বা মহাপরিচালকের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করিবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
২৪। ছুটির রেজিস্টার।		৪. ছুটির রেজিস্টার বাংলা অথবা ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করা যাইবে এবং পরিদর্শকের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উহার কপি সরবরাহ করিবে।	নতুন সংযোজিত
২৯। অসদাচরণ এবং দণ্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শাস্তি।	(খ) সন্তোষজনক না হইলে মালিক শাস্তি প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য ব্যবস্থাপক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত কার্যক্রম সম্পনড়ব করিয়া তাহার নিকট ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।	গ. ৬০ (ষাট) দিন গননার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপনের (কারন দর্শানোর) দিন হইতে অভিযোগ নিস্পত্তির দিন পর্যন্ত বিবেচনা করিতে হইবে।	নতুন দফা সংযোজিত
	৭) তদন্ত কমিটিতে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি, অভিযুক্ত শ্রমিকের লিখিত প্রস্তাবক্রমে উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন:	আরও শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান না করলে কর্তৃপক্ষ সিবিএ বা অংশগ্রহনকারী কমিটির নিকট প্রতিনিধি মনেনেয়নের জন্য	নতুন শর্তাংশ সন্নিবেশিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		অনুরোধ করিবে।	
৩২। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিপর্যয় বা ক্ষতির কারণে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক		গ) কারখানা, প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে : অ) হস্তান্তরিত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদের চাকরির ধারাবাহিকতা থাকিবে; আ) হস্তান্তরিত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা কাজ করিতে ইচ্ছুক না হইলে শ্রমিকগন ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী সুবিধা প্রাপ্য হইবেন; ই) হস্তান্তর গ্রহীতা শ্রমিকদের দায় গ্রহন করিতে না চাইলে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্বেই পূর্বতন মালিক শ্রমিকদের ছাঁটাই করিবেন এবং ধারা ২০ এ বিধান অনুযায়ী আইনানুগ পাওনা পরিশোধ করিবেন; ঈ) কোন বকেয়া পাওনারক্ষেত্রে পূর্বতন ও নতুন মালিকের মধ্যে ভিন্ন চুক্তির অবর্তমানে নতুন মালিক ইহার দায়ভার বহন করিবেন ; উ) কারখানা হস্তান্তর ও পাওনা পরিশোধের বিষয়ে কোন আপত্তি বা বিরোধ দেখা দিলে পূর্বতন ও নতুন মালিক ধারা ১২৪ক অনুযায়ী অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নরে (যদি থাকে) সহিত আলোচনাক্রমে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করিবেন ; ঊ) নতুন মালিক কর্তৃক কারখানা বা প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের যাবতীয় তথ্য মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে। ঘ) কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ বা মালিকানা হস্তান্তরের তথ্যাদি ফরম-১০ অনুসারে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।	নতুন দফা সংযোজিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

৩৮। "কোন ছুটি পাইবার অধিকারী"-এর ব্যাখ্যা।		আরও শর্ত থাকে যে, প্রসব পূর্ববর্তী ৮ (আট) সপ্তাহের নির্ধারিত সময়ের পরে কোন মহিলা শ্রমিক সন্তান প্রসব করিলে উক্ত নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী দিনসমূহ এই বিধির অধীন সমন্বয় করিতে হইবে।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
৩৮ ক । গর্ভপাতজনিত ছুটি -		৩৮ ক . গর্ভপাতজনিত ছুটি - প্রসূতি কল্যান ছুটিতে যাইবার নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কোন মহিলা শ্রমিকের ঘর্ভপাত ঘটিলে তিনি স্বাস্থ্যগত কারনে পরবর্তী ৪ (চার) সপ্তাহ ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে উক্ত ছুটির জন্য মজুরি কর্তন করা যাইবে না বা অন্য কোন ছুটির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।	নতুন দফা সংযোজিত
৩৯। প্রসূতিকল্যান সুবিধা হিসাব		১) ধারা ৪৮ (২) অনুযায়ী প্রসূতিকল্যান সুবিধা হিসাব করিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সর্বশেষ মাসিক প্রাপ্ত মোট মজুরীকে ২৬ দ্বারা ভাগ করিয়া ১ দিনের গড় মজুরী নির্ধারন করিতে হইবে। ২) প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্য তহবিলের বিধান থাকিলে প্রসূতি কল্যান সুবিধাভোগীর ভবিষ্য তহবিলে প্রদেয় চাঁদা তাহার প্রাপ্য সুবিধা হইতে আইনের বিধান অনুযায়ী কর্তন করিতে হইবে।	নতুন বিধি সংযোজিত
৪৩। চুনকাম ও রং করা	ধারা ৫১(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিড়ি ও যাতায়াত পথ রং বা বার্ণিশ করা থাকিলে এবং বহির্ভাগ মসৃণ হইলে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার উহা পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।	ধারা ৫১(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিড়ি ও যাতায়াত পথ রং বা বার্ণিশ করা থাকিলে এবং বহির্ভাগ মসৃণ হইলে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার উহা পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে এবং উক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করিবার তারিখ ধারা ৫১(ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরনকল্পে ফরম-২০ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষন করিতে হইবে।	বিধি প্রতিস্থাপিত
৫০। পান করিবার পানি	(৬) যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করিয়া থাকেন উহার প্রতিটিতে প্রতি বৎসর ১ এপ্রিল হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকদের ক্যান্টিন, খাবার ঘর এবং বিশ্রাম ঘরে পান করিবার জন্য যে পানি সরবরাহ করা হয় উহা পানি ঠাণ্ডাকরণ যন্ত্র (Water Cooler) অথবা অন্য কোন কার্যকর পন্থায় ঠাণ্ডা করিয়া সরবরাহ করিতে হইবে।	তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত খাবার পানি খাবারযোগ্য স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে পানি ঠান্ডাকরন যন্ত্রের মাধ্যমে ঠান্ডা করিবার প্রয়োজন হইবে না।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত

N. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

৫৩। ভবন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোর নিরাপত্তা		১ক) যদি মালিকের নিকট উহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ অথবা কোন পথ যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বা ভবনের অব্যন্তরীন বৈদ্যুতিক অবস্থা এমন অবস্থায় রহিয়াছে যে, ইহা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপদজ্জনক, তাহা হইলে মালিক নিজ দায়িত্বে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট উপ-মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন নিশ্চিতকরনে স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম কর্তৃক পরীক্ষা করাইবেন।	নতুন উপ-বিধি সন্নিবেশিত
		৪) পরিদর্শক কর্তৃক প্রদানকৃত সময়সীমার মধ্যে মালিক বা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ অথবা ইহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে স্থানীয় প্রশাসন দপ্তারের সহিত সমন্বয় করিয়া প্রতিষ্ঠানের উক্ত ভকন বা ইহার কোন অংশ অথবা উহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট বন্ধ করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।	নতুন উপ-বিধি সন্নিবেশিত
৫৫। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহ	(১২) কমপক্ষে ৫০০ জন শ্রমিক কর্মরত এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাখিতে হইবে যাহার দায়িত্ব হইবে সব অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদির যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রস্তুত রাখা এবং উপ-বিধি ১০ এ উল্লিখিত তিনটি দলকে প্রতি ছয় মাস অন্তর পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা।	'৫০০' সংখ্যাটির পরিবর্তে **'৩০০'** সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং 'ট্রেনিংপ্রাপ্ত' শব্দটির পর **'সেইফটি'** শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।	শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত ও সন্নিবেশিত
৫৯। যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং চলাচলের রাস্তা	প্রতিষ্ঠানের কোন স্থানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেওয়াল হইতে যন্ত্রের দূরত্ব কমপক্ষে ১ মিটার হইতে হইবে এবং স্থাপিত যন্ত্র বা যন্ত্রসারির পাশে কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা থাকিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমানে চলমান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা না থাকিলে দেওয়াল হইতে যন্ত্রপাতির দূরত্ব এবং চলাচলের রাস্তা ন্যূনতম ০.৭৫ মিটার রাখা যাইবে।	আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি দেওয়ালের সংস্পর্শে স্থাপন করিতে হয় এবং দেওয়ালের পার্শ্বে কোন শ্রমিককে কাজ করিতে হয় না, সেই ক্ষেত্রে দেওয়াল হইতে যন্ত্রপাতির দূরত্ব সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
৬৮। বিপজ্জনক চালনা		ড়) তামাকজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরন ঢ়) যেকোন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ প্রসবতুত, মজুদ ও ব্যবহার য়) ব্যাটারি তড়িড়ায়িতকরন ; এবং ৎ) বয়লার, জেনারেটর, কম্প্রেসর, কনভেয়ার বেল্ট, কার্গো	নতুন দফা সংযোজিত

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		লিফট উঠা-নামা, ক্রেন পরিচালনা ইত্যাদি।	
৭০। সামান্য দুর্ঘটনার নোটিস	প্রতিষ্ঠানে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া আহত শ্রমিক ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কাজে যোগদান করিতে সক্ষম না হইলে এবং দুর্ঘটনার কারণে অনধিক ২০ দিন পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকিলে উক্তরূপ দুর্ঘটনাকে সামান্য (Minor) দুর্ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফরম-২৭ অনুযায়ী দুর্ঘটনা ঘটিবার অনধিক ৭ দিনের মধ্যে বিধি ৬৯ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক), (খ) ও (গ)-তে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে।	'৭ দিনের' সংখ্যা ও শব্দটির পরিবর্তে '২ কর্মদিবসের' সংখ্যা ও শব্দটি এবং 'কর্তৃপক্ষের' শব্দটির পরিবর্তে 'মহাপরিদর্শকের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।	সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত
৭৩। দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার রেজিস্টার এবং ষাণ্মাসিক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন	(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্য ৬ (ছয়) মাস শেষ হইবার ১০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিদর্শকের নিকট ষাণ্মাসিক দুর্ঘটনার তথ্য প্রতিবেদন আকারে দাখিল করিতে হইবে।	'১০ কর্মদিবসের' সংখ্যা ও শব্দটির পরিবর্তে '১৫ দিনের' সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।	সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত
৭৫। নিরাপত্তা বিষয়ে অনুপূরক বিধি	প্রাঙ্গণ বা যানবাহন, জাহাজ, নদী ও সমুদ্র বন্দরের মালামাল উঠাইবার-নামাইবার কাজ, ভবন, সেতু এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ ও ভাঙ্গিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তফসিল-৩ এ বর্ণিত বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।	১) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক উহাতে নিযুক্ত শ্রমিকগনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে এবং ধারা ৮৮ এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরনকল্পে- ক) মহাপরিদর্শক কর্তৃক ঘোষিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতি বৎসর অন্যূন একবার কর্মক্ষেত্রের ঝুকিঁ নিরুপন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ-মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন; খ) নিরূপিত কর্মক্ষেত্রের ঝুকিঁ প্রতিকাওে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন এবং বৎসর শেষ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ-মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন। ২) প্রাঙ্গন, যানবাহন, জাহাজ, নদী ও সমুদ্র বন্দরের মালামাল উঠাইবার-নামাইবার কাজ, ভবন, সেতু এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মান ও ভাঙ্গিবার ক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তফসিল-৩ অনুসরন করিতে হইবে।	বিধি প্রতিস্থাপিত
৭৭। চিকিৎসা কক্ষ		আরও শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগন তিন শিফটে কাজ করিলে রাতের শিফটে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরিবর্তে	নতুন শর্তাংশ

A. Gafar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		একজন ডিপ্লোমা সনদধারী মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট থাকিবে।	সংযোজিত
৭৮। স্বাস্থ্য কেন্দ্র	(এ) পরিবার কল্যাণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা;	'প্রশিক্ষন ও ' শব্দ ও বর্ণের পর 'মহিলা শ্রমিকের স্যানেটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে।	নতুন শব্দসমূহ সন্নিবেশিত
		ঙ) কারখানার গেইটে বা নোটিশ বোর্ডে কারখানার সহিত চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বরের উল্লেখ থাকিবে।	নতুন দফা সংযোজিত
৭৯। কল্যাণ কর্মকর্তা	(৪) কল্যাণ কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবার অথবা তাহার চাকরি অবসান ঘটাইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা মালিককে উহা মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং শূন্য পদটি যথাশীঘ্র সম্ভব পূরণ করিতে হইবে।	৪) কল্যান কর্মকর্তা নিযুক্তি হইবার অথবা তাহার চাকুরির অবসান ঘটাইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা মালিককে উহা মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে এবং মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং শূন্য পদটি যথাশীঘ্র সম্ভব পূরন করিতে হইবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
৮১। সেইফটি কমিটি গঠন, ইত্যাদি	৪) প্রথম সভায় সদস্যগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে একজন সদস্য-সচিব নির্বাচন করিবেন।	তবে শর্ত থাকে যে, কারখানায় বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সেইফটি কর্মকর্তা থাকিলে তিনি সেইফটি কমিটির মালিকপক্ষের সদস্য হিসাবে থাকিবেন এবং তিনিই কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
	(১০) সেইফটি কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনিবার্য কোন কারণে বা উপরি-উক্ত উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী সেইফটি কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করিলে এইরূপ বিষয় অবগত হইলে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্মরত শ্রমিকগণের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে সেইফটি কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অথবা অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী সেইফটি কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।	(১০) সেইফটি কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনিবার্য কোন কারনে বা উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী সেইফটি কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের উদ্যোগ গ্রহন না করিলে এইরুপ বিষয় অবগত হইলে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিককে অংশগ্রহনকারী কমিটি গঠনপূর্বক শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অথবা অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী সেইফটি কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

৮২। সেইফটি কমিটির পদ শূন্য হওয়া ও শূন্য পদ পূরণ	(১) কমিটি গঠনের পরবর্তীতে কোন সদস্যের পদত্যাগ, চাকরি হইতে অবসর, চাকরি ত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে সদস্য পদ শূন্য ঘোষিত হইলে সেইফটি কমিটির কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনক্রমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা যাইবে : তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিক প্রতিনিধি শ্রমিকগণের মধ্য হইতে এবং মালিক প্রতিনিধি মালিক দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি হইবেন।	(১) কমিটি গঠনের পরবর্তীতে কোন সদস্যের পদত্যাগ, চাকরি হইতে অবসর, চাকরি ত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে সদস্য পদ শূন্য ঘোষিত হইলে সিবিএ বা অংশগ্রহন কমিটি শ্রমিকগনের মধ্য হইতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবে এবং মালিকপক্ষ মালিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
৮৩। সেইফটি কমিটির মেয়াদ	সেইফটি কমিটির মেয়াদ হইবে সেইফটি কমিটির প্রম সভার তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর।	১) সেইফটি কমিটির মেয়াদ হইবে সেইফটি কমিটির প্রম সভার তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর। ২) মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ববর্তী ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী কমিটি গঠিত হইবে এবং নবগঠিত কমিটি পূর্ববর্তী কমিটির মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর তাহাদেও দায়িত্বভার গ্রহন করিবে।	বিধি প্রতিস্থাপিত
৮৭। ক্যান্টিন	তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট শ্রমিকের শতকরা ৩০ (ত্রিশ) জনের খাবার গ্রহণের স্থান সুবিধা সম্বলিত হইলে ধারা ৯৩ মোতাবেক পৃকভাবে খাবার কক্ষের প্রয়োজন হইবে না।	শর্তাংশে উল্লেখিত '৩০ (ত্রিশ)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে '২০ (বিশ)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।	সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপন
৯৩। বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষের মান	আশ্রয় বা বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষের নকশা, মান ও আকার মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।	খাবার কক্ষের নকশা, মান ও আকার মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।	বিধি প্রতিস্থাপিত
১০১। ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি	(২) সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান না করিয়া কোন শ্রমিককে একাধারে ১০(দশ) দিনের অধিক কাজ করানো যাইবে না।	তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকগন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করিয়া উৎসব ছুটির সঙ্গে যোগ করিয়া ভোগ করিতে চাইলে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং ধারা ১০২ এর বিধানমতে অব্যাহতি হিসাবে বিবেচিত হইবে: আরও শর্ত থাকে যে, কোনো শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করিলে উৎসব ছুটি ভোগ করিবার পূর্বেই চাকুরির অবসান হইলে উক্ত ছুটির সমপরিমান মজুরি প্রাপ্য হইবেন এবং এইক্ষেত্রে	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		মোট মজুরি (অধিকাল ভাতা ও বোনাস ব্যতীত) কে ৩০ দ্বারা ভাগ করিয়া একদিনের মজুরি হিসাব করিতে হইবে।	
১০৩। মহিলা শ্রমিকের কাজের ঘন্টা	(১) কোন মহিলা শ্রমিক দ্বারা রাত ১০ (দশ) ঘটিকা হইতে ভোর ৬ (ছয়) ঘটিকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাজ করাইতে হইলে ফরম-৩৫ অনুযায়ী উক্ত শ্রমিকের লিখিত সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।	তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় যাতায়াত ব্যবস্থাসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
	(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সম্মতি সংশ্লিষ্ট মহিলা শ্রমিক কর্তৃক লিখিত আবেদনের মাধ্যমে প্রত্যাহার না করা হইলে ১২ (বার) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।	উল্লেখিত '১২ (বার)' সংখ্যা , বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে '১ (এক) ' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।	সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত
১০৭। মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি	(২) কোন শ্রমিক চাহিলে তাহার অব্যয়িত অর্জিত ছুটির বিপরীতে নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, বৎসরান্তে অর্জিত ছুটির অর্ধেকের অধিক নগদায়ন করা যাইবে না এবং এইরূপ নগদায়ন বৎসরে মাত্র একবার করা যাইবে।	আরও শর্ত থাকে যে, বাৎসরিক ছুটি হিসাবের ক্ষেত্রে সর্বশেষ মাসিক মোট মজুরিকে (অধিকাল ভাতা ও বোনাস ব্যতীত) ৩০ (ত্রিশ) দিয়া ভাগ করিয়া বার্ষিক ছুটির দিনের সংখ্যা দ্বারা গুন করিয়া বার্ষিক ছুটির মজুরি গণনা করিতে হইবে।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
১১০। উৎসব ছুটি		(৫) ধারা ১১৮ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ক্ষতিপূরনমূলক মজুরি হিসাবের জন্য মাসিক মূল মজুরি ও মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অর্ন্তবর্তী মজুরিকে (যদি থাকে) ৩০ (ত্রিশ) দ্বারা ভাগ করিয়া এক দিনের ক্ষতিপূরনমূলক মজুরি গণনা করিতে হইবে।	নতুন উপ-বিধি সংযোজিত
১১১। মজুরি ও উহার রেকর্ড সংরক্ষণ	(৫) প্রতিটি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা নিরবিচ্ছিনড়বভাবে ১ (এক) বৎসর চাকরি পূর্ণ করিয়াছেন তাহাদেরকে বৎসরে দুইটি উৎসব ভাতা প্রদান করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিটি উৎসব ভাতা মাসিক মূল মজুরির অধিক হইবে না, উহা মজুরির অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হইবে।	আরও শর্ত থাকে যে, যেই সকল ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত কোনো নিম্নতম মজুরি প্রযোজ্য নয় সেইসকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের মূল মজুরি সাকুল্য মোট) মজুরির ৫০% এর কম হইবে না এবং বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির হার মূল মজুরির ৫% এর কম হইবে না।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
১৪৪। ক্ষতিপূরণের অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত হইবার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা		১৪৪ ক । ক্ষতিপূরনের হার নির্ধারন- ধারা ১৬১ (৩) এ উদ্দেশ্য পূরনকল্পে মহাপরিদর্শক দুই পক্ষের বক্তব্য শ্রবন করিয়া তাহার বিবেচনায় ক্ষতিপূরনের হার নির্ধারন করিবেন।	নতুন বিধি সন্নিবেশিত

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

১৬৭। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইবার আবেদন।	(৪) অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন কৃষি ফার্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং অন্যূন ৪০০ (চারশত) জন কৃষি ফার্ম শ্রমিক একত্রিত হইয়া এই বিধি অনুযায়ী ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবে।	উল্লিখিত '৪০০ (চারশত)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে '৩০০ (তিনশত)' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে	সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত
		(৫) প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের এলাকা নির্ধারনের ক্ষেত্রে উপজেলা, থানা,জেলা বা পৌরসভাভিত্তিক বা সিটি করপোরেশন এর ক্ষেত্রে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ গঠন করিতে পারিবে।	নতুন উপ-বিধি সংযোজিত
১৬৯। নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা	সাধারণ সদস্যের সংখ্যা — নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা অনধিক ৫০ — অন্যূন ৫ ৫১ হইতে ১০০ — অনধিক ৭ ১০১ হইতে ৪০০ — ঐ ৯ ৪০১ হইতে ৮০০ — ঐ ১১ ৮০১ হইতে ১৫০০ — ঐ ১৩ ১৫০১ হইতে ৩০০০ — ঐ ১৭ ৩০০১ হইতে ৫০০০ — ঐ ২৫ ৫০০১ হইতে ৭৫০০ — ঐ ৩০ ৭৫০১ হইতে ততোধিক — ঐ ৩৫	সাধারণ সদস্যের সংখ্যা-- নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা অনধিক ৫০ — অন্যূন ৫ ৫১ হইতে ১০০ — অনধিক ৯ ১০১ হইতে ২০০ — ঐ ১৩ ২০১ হইতে ৪০০ — ঐ ১৯ ৪০১ হইতে ৮০০ — ঐ ২৩ ৮০১ হইতে ১৫০০ — ঐ ২৫ ১৫০১ হইতে ৩০০০ — ঐ ২৭ ৩০০১ হইতে ৫০০০ — ঐ ২৯ ৫০০১ হইতে ৭৫০০ — ঐ ৩১ ৭৫০০ হইতে ততোধিক — ঐ ৩৫	নতুন ছক প্রতিস্থাপিত
		ব্যাখ্যা-- এই উপ-বিধি উদ্দেশ্য পূরনকল্পে,'রাষ্টায়ত্ত শিল্প সেক্টর' অর্থ- ক) পন্য উৎপাদনশীল রাষ্টায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(গ) এ সংজ্ঞায়িত "পন্য উৎপাদনশীল রাষ্টায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান" ; খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; গ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; এবং ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা রহিয়াছে এইরুপ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। ৫) কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের জটিলতার বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তওে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো	নতুন উপ-বিধি সংযোজিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		কর্মকর্তা অভিযোগ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এবং অভিযোগকারীদেরকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এর গঠনতন্ত্র ও বিদ্যমান শ্রম অনযায়ী পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন। ৬) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্তরুপ ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য শ্রম আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন। ৭) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক ট্রয়োজনীয় রের্কডপত্র যাচাইপূর্বক উহা নথিভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্টদের অবহিত করিবেন।	
১৭২। রেজিস্ট্রিকরণের প্রত্যয়নপত্র		৩) কোনো ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের পর মহাপরিচালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নও ১৫ দিনের মধ্যে মালিক বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে।	নতুন উপ-বিধি সংযোজিত
১৭৬। বার্ষিক রিটার্ন দাখিল		৪) আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা অথবা ট্রেড ইউনিয়নের আওতা বর্হিভুত কারনে বার্ষিক রির্টান জমা না দিতে পারিলে, উক্তরূপ পরিণতির অবসানের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বকেয়া রির্টান দাখিল করা যাইবে।	নতুন উপ-বিধি সংযোজিত
১৭৭। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ		৪) সিবিএ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নিয়ে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন, এবং উক্তরূপ নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে মহাপরিচালক বা যেকোন পক্ষ আদালতে অভিযোগ দায়ের	নতুন উপ-বিধি সংযোজিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		করিতে পারিবেন।	
১৮৩। অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন	(১) অন্যূন পঞ্চাশ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সেখানে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করিবেন।	উল্লিখিত 'স্থায়ী' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।	
	(২) অংশগ্রহণকারী কমিটিতে উভয়পক্ষে মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জনের কম এবং ৩০ জনের অধিক হইবে না।	তবে শর্ত থাকে যে, অংশগ্রহন কমিটির শ্রমিকপক্ষের সদস্য অবশ্যই কারখানার স্থায়ী শ্রমিক হইবেন।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
	সাধারণ শ্রমিকের সংখ্যা ----- অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১ হইতে ১০০ অনধিক ৬	ছক এর প্রথম কলামে উল্লেখিত '১' সংখ্যাটির পরিবর্তে '৫০' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।	সংখ্যা প্রতিস্থাপিত
		৪) কোন প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবার পূর্বে যদি অংশগ্রহনকারী কমিটির কার্যক্রম চালু থাকে তবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান অংশগ্রহনকারী কমিটির সকল প্রকার কার্যক্রম তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে।	নতুন উপ-বিধি সংযোজিত
১৮৮। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি	(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির অনুপাতিক হার হইবে ২ ঃ ৩।	২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে অনধিক একজন মালিক পক্ষের প্রতিনিধি থাকিবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
	৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত কমিটি বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রচার করিয়া নির্বাচনের একটি তফসিল ঘোষণা করিবে, যেখানে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, মনোনয়নপত্র জমা, যাচাই-বাছাই, প্রত্যাহার, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ , নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে : তবে শর্ত থাকে যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনধিক ৭ দিনের মধ্যে	আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব না হইলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আরো ৩০ দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

	মনোনয়নপত্র জমা দানের সুযোগ প্রদান এবং প্রার্থিতা চূড়ান্ত হইবার পরবর্তী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।		
১৯৩। নির্বাচনে ভোট দান		৬) নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ইত্যাদি মনোনীত করিবে। ৭) মালিক বা শ্রমিক প্রয়োজনে সরকারি ট্রেজারিতে চালানের মাধ্যমে ১০০০ (এক হাজার) টাকা জমা প্রদান করিয়া অংশগ্রহনকারী কমিটির প্রত্যয়নপত্র এবং অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজের অবিকল নকল সংগ্রহ করিতে পারিবেন।	নতুন উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
২১১। ভাতা	শ্রম আদালতের কোন সদস্য আদালতের কার্যধারায় অংশগ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।	২১১ ক। লাইব্রেরি ও বসিবার স্থান- প্রত্যেক আদালতে রেফারেন্স লাইব্রেরিসহ সদস্যদেও বসিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিবে।	নতুন বিধি সংযোজিত
২১২। শত ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরে ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন	(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সরকার, ধারা ২৩২ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সেক্টরভিত্তিক তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিল নামে পৃথক তহবিল গঠন করিবে।	তবে শর্ত থাকে যে, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল স্থাপিত হআলে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহনের বিধান প্রযোজ্য হইবে না।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
২১৫। তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও অর্থের ব্যবহার	(১) আইনের পঞ্চদশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য সুবিধাভোগী বলিতে ধারা ২৩৩(১) (ঝ)-তে সুবিধাভোগীর সংজ্ঞায় বর্ণিত কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।	১) কেন্দ্রীয় তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'সুবিধাভোগী' বলিতে শিক্ষাধীনসহ যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি মালিক কিংবা অংশীদার কিংবা পরিচালনা পর্ষদেও সদস্য ব্যতীত পদমর্যাদা নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে ৯ (নয়) মাস নিযুক্ত রহিয়াছেন; তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতাধীন নয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ধারা ৯৯ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
	(২) প্রত্যেক মালিক সকল সুবিধাভোগীর তালিকা ও তাহাদের উত্তরাধিকারীদের তালিকা পরিচালনা বোর্ডের নিকট সরবরাহ করিবেন।	২) শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিকদেও সংগঠন ডাটাবেইজের মাধ্যমে সকল সুবিধাভোগীর তালিকা সংরক্ষন করিবে এবং চাহিদা অনুযায়ী তাহাদের উত্তরাধিকারীদের তালিকা	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালনা বোর্ডের নিকট সরবরাহ করিবে।	
	(৪) তহবিলে প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ আপদকালীন হিসাবে জমা হইবে।	তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২১৪(১)(ঘ) এর বিধান অনুযায়ী কোন বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা বা কল্যানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনদান 'সুবিধাভোগী কল্যান হিসাব' বা 'আপদকালীন হিসাবে' জমা প্রদান না করিয়া আলাদা হিসাব সংরক্ষনপূর্বক সুবিধাভোগীর সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা বা কোন কল্যানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাইবে।	নতুন শর্তাংশ সংযোজিত
২১৮। পরিচালনা বোর্ড গঠন	(গ) সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক এসোসিয়েশনের সভাপতি, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন ; (ঘ) সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন কর্তৃক মনোনীত উহার তিনজন সদস্য; (ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ফেডারেশনের তিনজন সদস্য; (চ) বোর্ডের সচিব, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।	(গ) সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক এসোসিয়েশনের ২ (দুই) জন সভাপতি, পদাধিকারবলে, যাহারা ইহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন ; (ঘ) শ্রমিক ফেডারেশনের ১ (এক) জন প্রতিনিধি, যিনি ইহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন। (ঙ) রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন কর্তৃক মনোনীত উহার ৩ (তিন) জন সদস্য; (চ) শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, যাহারা পরিচালনা বোর্ডেও সদস্য হইবেন; (ছ) বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি যিনি পরিচালনা বোর্ডেও সদস্য হইবেন; (জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ফেডারেশনের ৫ (পাচঁ) জন সদস্য যাহাদেও মধ্যে দফা (ঘ) এ বর্ণিত সদস্যও অর্ন্তভুক্ত থাকিবেন; (ঝ) বোর্ডেও মহাপরিচালক যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২১৪ (১)(ঘ) এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা বা অন্য কোন কল্যানমূলক কাজে প্রকল্প পরিচালনা করা হইলে উক্ত অনুদানের কার্যক্রম ও তহবিল পরিচালনার জন্য পরিচালা বোর্ড সরকার,	দফা প্রতিস্থাপিত এবং দুইটি নতুন শর্তাংশ সংযোজিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		সংশ্লিষ্ট শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আলাদা বোর্ড বা ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত বোর্ড বা কমিটিতে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকিতে পারিবে; আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বোর্ড বা ত্রিপক্ষীয় কমিটির কার্যপরিধি ও অনুদানের অর্থ পরিচালনার জন্য ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে একটি প্রবিধান প্রনয়ন করিতে পারিবে।	
৩৫০। শ্রম পরিচালকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা		ঝ) কোন ট্রেড ইউনিয়ন , সিবিএ বা ফেডারেশনের নিবার্চন সংক্রান্ত যেকোন ধরনের জটিলতার বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তওে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে অভিযোগ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এবং অভিযোগকারীদেরকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ফেডারেশন ও গঠনতন্ত্র ও শ্রম আইন অনুযায়ী পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিবার্চনসম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন; ঞ) দফা (ঝ) এ উল্লেখিত ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য শ্রম আদালতে অভিযোগ উপস্থাপন; ট) শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসা, প্রসূতি কল্যান সুবিধা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম, বিনোদন, সামাজিক সুরক্ষা, শ্রম প্রশাসন সংশ্লিষ্ট গবেষনা ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন।	নতুন দফা সংযোজিত
৩৫১। পরিদর্শকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি		ছ) ধারা ৩২৩(৬) অনুযায়ী জাতীয় স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দিক নির্দিশনা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর জাতীয় স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলে পেশ করিতে হইবে।	নতুন দফা সংযোজিত
৩৫৫। লাইসেন্স রেজিস্ট্রিকরণের ফি ও লাইসেন্স প্রদান	(২) প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ যে অর্থবৎসরে মঞ্জুর করা হইবে সেই অর্থবৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।	২) প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ যে তারিখে মঞ্জুর করা হইবে সেই তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

৩৫৮। লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ	(২) পরিদর্শকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা উহার অংশবিশেষ বা উহাতে বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা উহা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিষয় বা রীতি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক অথবা এমন ত্রুটিপূর্ণ যে উহা মানুষের শারীরিক ক্ষতি করিতে পারে, তাহা হইলে পরিদর্শক কর্মস্থল নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করিয়া উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।	(২) পরিদর্শকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা উহার অংশবিশেষ বা উহাতে বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা উহা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিষয় বা রীতি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক অথবা এমন ত্রুটিপূর্ণ যে উহা মানুষের শারীরিক ক্ষতি করিতে পারে, তাহা হইলে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মস্থল নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করিয়া উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই সংক্রান্ত নোটিশের কটি আইনশৃংখলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তর বা সংস্থায় প্রেরন করিতে পারিবেন।	উপ-বিধি প্রতিস্থাপিত
৩৬১। পরিদর্শকের কতিপয় আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল ও উহার নিষ্পত্তি		৩৬১ ক। মহিলাদের প্রতি আচরন -১) কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলা নিযুক্ত থাকিলে মহিলার শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থি যৌন হয়রানি, অসৌজন্যমূলক আচরন, অশ্লীল বা অভদ্রজনোচিত আচরন করা যাইবে না। ব্যাখ্যা- এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরনকল্পে, অশ্লীল বা অভদ্রজনোচিত আচরন এবং যৌন হয়রানি বলিতে নিম্নবর্ণিত আচরন অর্ন্তভুক্ত হইবে, যথা- ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আচরন যেমন শারীরিক স্পর্শ বা অনুরূপ প্রচেষ্টা; খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া কাহারো সহিত যৌনসর্ম্পক স্থাপনের চেষ্টা; গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি; ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ প্রস্তাব; ঙ) পর্ণোগ্রাফি দেখানো; চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি; ছ) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যেও মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেম্য পূরনে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তাহার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরন করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করিয়া ঠাট্টা বা উপহাস করা; জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি,	নতুন বিধি সন্নিবেশিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		নোটিশ, কার্টুন, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস বা বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক ইপমানজনক কোন কিছু লেখা; ঝ) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থিও বা ভিডিও চিত্র ধারন করা; ঞ) যৌন হয়রানির কারনে সাংস্কৃতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশগ্রহন থেকে বিরত থাকিতে বাধ্য করা; ট) প্রেম নিবেদন করিয়া প্রত্যাখাত হইয়া হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; ঠ) ভয় দেখাইয়া বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বা প্রতারনার মাধ্যমে যৌন সর্ম্পক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা। ২) প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অন্যুন ৫ (পাচঁ) সদস্যবিশিষ্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটিতে প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী প্রতিনিধি থাকিবেন। ৩) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গাইডলাইন তৈরি করিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীদেও উহা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ১ (এক) টি করিয়া অভিযোগ বাক্স রাখিতে হইবে ও প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া নিস্পত্তি করিতে হইবে।	
৩৬৩। রেকর্ড সংরক্ষণ	আইন এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত সকল নোটিস, আদেশ, রসিদ, সার্টিফিকেট, দলিলপত্র ও রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং পরিদর্শক চাহিবামাত্র উহা তাহার নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।	১) আইন এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরনকল্পে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরবর্তী (৩) বৎসর এবং শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশনে জমাকৃত শ্রমিকের অপরিশোধিত অর্থেও দাবি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষন করিতে হইবে। ২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত সকল নথিপত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষন করা যাইবে এবং প্রয়োজনে প্রিন্ট কপি সরবরাহ করা যাইবে।	বিধি প্রতিস্থাপিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

৩৬৬। অনুযোগ নিষ্পত্তি	কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন শ্রমিক বা কোন মালিক কর্তৃক অসৎ শ্রম আচরণ সংঘটনের বিষয়ে উহা সংঘটিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিকার চেয়ে শ্রম পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে শ্রম পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা নিষ্পত্তি করিবেন।	উল্লিখিত 'শ্রম পরিচালক' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'মহাপরিচালক' শব্দটি এবং '৩০' সংখ্যাটির পরিবর্তে '৫৫' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।	সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত
		৩৬৬ ক। আইনের উপর প্রশিক্ষন - ১) সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ এই আইনের উপর প্রশিক্ষন কোর্স পরিচালনা করিবে। ২) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা তৎকর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা ও শ্রমিক শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃক আহত হইলে উক্তরূপ প্রশিক্ষন কোর্সে অংশগ্রহন করিতে পারিবেন। ৩) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ প্রশিক্ষন কোর্স পরিচালনা নিমিত্ত ৪ (চার) সপ্তাহ, ১(এক) সপ্তাহ, ২(দুই) দিন, ১(এক) দিন মেয়াদে বা সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিগনের সহিত আলোচনাক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মেয়াদে আইন ও বিধিমালার উপর যেকোনো ধরনের প্রশিক্ষন কোর্স পরিচালনা করিতে পারিবে। ৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত কেবল ১ (এক) দিন ও ২ (দুই) দিন মেয়াদি প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ আইন ও বিধির বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষন কোর্স পরিচালনা করিতে পারিবে। ৫) অধিক্ষেত্রাধীন শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃক আইন ও বিধিমালা বা উহার কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পরিচালিত বৎসওে অন্তত একটি প্রশিক্ষন কোর্সে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিক সমিতিসমূহ অংশগগ্রহন করিতে পারিবে। ৬) বিদ্যমান আইনের আলোকে গঠিত সেইফটি কমিটি ও	নতুন বিধি প্রতিস্থাপিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

		অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্যগন বৎসরে অন্তত একবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিক্ষেত্রাধীন শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করিতে পারিবেন এবং এই মর্মে শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন গ্রহন করিবেন। ৭) মহাপরিচালক মালিক সংগঠনের সহিত আলোচনাপূর্বক যেকোনো প্রশিক্ষন কোর্সেও ব্যয়ের আনুপাতিক হার নির্ধারন করিবেন। ৮) শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূবানুমোদনক্রমে, সরকারের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো শিক্ষা বোর্ড বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডেও অনুমতি সাপেক্ষে 'ডিপ্লোমা ইন লেবার ম্যানেজমেন্ট এবং লেবার এডমিনিস্ট্রেশন' বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করিতে পারিবে।	
তফসিল-৪, সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিষয়াদি, দফা- ১২		ঘ) সেইফটি কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার খরচ মালিক বহন করিবে।	নতুন দফা প্রতিস্থাপিত
দফা-১৩		ঙ) নতুন সেইফটি কমিটি নির্বাচনের পর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মালিক কমিটির সকল সদস্যদেও যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন বা বাস্তবায়ন করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করিবেন।	নতুন দফা প্রতিস্থাপিত
তফসিল-৫, চা-বাগানের বিভিন্ন সুযোগ ও সুবিধাদি, দফা-৩		ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের অধীনস্ত সকল শ্রম কল্যান কেন্দ্র, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন শ্রমিকদেও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান করিবে।	নতুন দফা প্রতিস্থাপিত
ফরম-৬, শ্রমিকের পরিচয়পত্র	জাতীয় পরিচয়পত্র নং:	উল্লিখিত 'জাতীয় পরিচয় নং' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'জাতীয় পরিচয় নং/ জন্মনিবন্ধন নম্বর' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।	নতুন শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত

A. Gaffar

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

<table>
<tr>
<td>ফরম-৭, সার্ভিস বহি, (খ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২-৫ , মালিকের ও চাকরির তথ্যসমূহ</td>
<td>(খ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২-৫
মালিকের ও চাকরির তথ্যসমূহ
<table><tr><th>কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা</th><th>মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নাম</th></tr><tr><td>(১)</td><td>(২)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td>
<td>“(খ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২-৫
মালিকের ও চাকরির তথ্য
<table><tr><th>কারখানা/ প্রতিষ্ঠার নাম ও ঠিকানা</th><th>মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নাম</th><th>যোগদানের তারিখ</th><th>চাকরি ত্যাগ/ অবসানের তারিখ</th><th>ত্যাগ/অবসানের ধরণ/কারণ</th><th>মালিক/প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর</th><th>শ্রমিকের স্বাক্ষর/টিপসহি</th></tr><tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td><td>(৭)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>
<td>শিরোনাম ও ছক প্রতিস্থাপিত</td>
</tr>
<tr>
<td>ফরম-৭, সার্ভিস বহি, গ) তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬-৯, সার্ভিস রেকর্ড ও মজুরি এবং ভাতা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ</td>
<td>(গ) তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬-৯
সার্ভিস রেকর্ড ও মজুরি এবং ভাতা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ
<table><tr><th rowspan="2">বর্তমান পদে চাকরি আরম্ভের তারিখ</th><th rowspan="2">চাকরির পদ ও কার্ড নম্বর</th><th colspan="4">মাসিক মজুরির হার</th></tr><tr><th>মূল মজুরি</th><th>বাড়ী ভাড়া ভাতা</th><th>চিকিৎসা ভাতা</th><th>বোনাস (যদি থাকে)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>টাকা</td><td>টাকা</td><td>টাকা</td><td>টাকা</td></tr><tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>
<td>(গ) তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬-৯
সার্ভিস রেকর্ড ও মজুরি এবং ভাতা সংক্রান্ত তথ্য
<table><tr><th rowspan="2">বর্তমান পদে চাকরি আরম্ভের তারিখ</th><th rowspan="2">চাকরির পদ ও কার্ড নম্বর</th><th colspan="4">মাসিক মজুরির হার</th><th rowspan="2">অন্যান্য ভাতা</th><th rowspan="2">মোট, প্রভিডেন্ড ফান্ড (যদি থাকে)</th><th rowspan="2">শ্রমিকের প্রদেয় চাঁদা</th><th rowspan="2">মালিকের প্রদেয় চাঁদা</th><th rowspan="2">মালিক/ প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর</th><th rowspan="2">শ্রমিকের স্বাক্ষর/ টিপসহি</th></tr><tr><th>মূল মজুরি</th><th>বাড়ী ভাড়া ভাতা</th><th>চিকিৎসা ভাতা</th><th>বোনাস (যদি থাকে)</th></tr><tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td colspan="4">(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td><td>(৭)</td><td>(৮)</td><td>(৯)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4">টাকা</td><td>টাকা</td><td>টাকা</td><td>টাকা</td><td>টাকা</td><td></td><td></td></tr></table>”;</td>
<td>শিরোনাম ও ছক প্রতিস্থাপিত</td>
</tr>
<tr>
<td>ফরম-৫৬(চ), ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তার বিবরণ</td>
<td>ফরম-৫৬(চ)
[ধারা ১৭৮(২)(৩) এবং বিধি ১৬৮(৫) দ্রষ্টব্য]
ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তার বিবরণ
<table><tr><th rowspan="2">ক্রমিক নং</th><th rowspan="2">নাম</th><th rowspan="2">পিতা ও মাতার/স্বামীর নাম</th><th rowspan="2">বয়স</th><th colspan="2">ঠিকানা</th><th rowspan="2">ইউনিয়নে তাহার পদবি</th><th rowspan="2">প্রতিষ্ঠানে তাহার পদবি</th><th rowspan="2">টোকেন/কার্ড নং (যদি থাকে)</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr><tr><th>স্থায়ী</th><th>বর্তমান</th></tr><tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td><td>(৭)</td><td>(৮)</td><td>(৯)</td><td>(১০)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>
<td>‘ফরম-৫৬(চ)
[ধারা ১৭৮(২)(৩) এবং বিধি ১৬৮(৫) দ্রষ্টব্য]
ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তার বিবরণ
<table><tr><th rowspan="2">ক্রমিক নং</th><th rowspan="2">নাম</th><th rowspan="2">মাতা ও পিতা/স্বামীর নাম</th><th rowspan="2">বয়স</th><th colspan="2">ঠিকানা</th><th rowspan="2">ইউনিয়নে তাহার পদবি</th><th rowspan="2">প্রতিষ্ঠানে তাহার পদবি</th><th rowspan="2">টোকেন/কার্ড নং (যদি থাকে)</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr><tr><th>স্থায়ী</th><th>বর্তমান</th></tr><tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td><td>(৭)</td><td>(৮)</td><td>(৯)</td><td>(১০)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>
<td>ছক প্রতিস্থাপিত</td>
</tr>
</table>

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
সংশোধনী-২০২২

<table>
<tr>
<td>ফরম-৫৬(ছ), ফেডারেশনের কর্মকর্তার বিবরণ</td>
<td>ফরম-৫৬(ছ)
[ধারা ১৭৮(২)(৩) এবং বিধি ১৬৮(৫) দ্রষ্টব্য]
ফেডারেশনের কর্মকর্তার বিবরণ
<table>
<tr><th rowspan="2">ক্রমিক নং</th><th rowspan="2">নাম</th><th rowspan="2">পিতা ও মাতা/স্বামীর নাম</th><th rowspan="2">বয়স</th><th colspan="2">ঠিকানা</th><th rowspan="2">ফেডারেশনে তাহার পদবি</th><th rowspan="2">প্রতিষ্ঠানে তাহার পদবি</th><th rowspan="2">টোকেন/কার্ড নং (যদি থাকে)</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>স্থায়ী</th><th>বর্তমান</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td><td>(৭)</td><td>(৮)</td><td>(৯)</td><td>(১০)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>'ফরম-৫৬(ছ)
[ধারা ১৭৮(২)(৩) এবং বিধি ১৬৮(৫) দ্রষ্টব্য]
ফেডারেশনের কর্মকর্তার বিবরণ
<table>
<tr><th rowspan="2">ক্রমিক নং</th><th rowspan="2">নাম</th><th rowspan="2">মাতা ও পিতা/স্বামীর নাম</th><th rowspan="2">বয়স</th><th colspan="2">ঠিকানা</th><th rowspan="2">ফেডারেশনে তাহার পদবি</th><th rowspan="2">টোকেন/কার্ড নং (যদি থাকে)</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>স্থায়ী</th><th>বর্তমান</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td><td>(৭)</td><td>(৮)</td><td>(৯)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>ছক প্রতিস্থাপিত</td>
</tr>
</table>

বিঃদ্রঃ- সংশোধনীতে আরো কিছু শব্দ, সংখ্যা, বন্ধনী প্রতিস্থাপন হয়েছে , যেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

Prepared By-

Md. Abdul Gaffar
HR Professional
Cell No- 01746 16 90 50
gaffarbd77@gmail.com

A. Gaffar